দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 27 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ কলাম ... ১ .....

13

কর্মমুখী শিক্ষা বনাম কারিগরি শিক্ষা

(পূর্ব প্রকাশের পর)

দেশে যে সমস্ত স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা রয়েছে সেগুলোর অবকাঠামো ব্যবহার করে জনশক্তিকে ভোকেশনাল শিক্ষা প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ শিক্ষক তৈরি করে তাদের দ্বারাই বৃত্তিমূলক শিক্ষা পরিচালনা করা সম্ভব। শুধু সরকারী পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ করে দেয়াই প্রয়োজন।

৩. **বাণিজ্যিক শিক্ষা** (কমার্শিয়াল শিক্ষা) আধুনিক বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা। মানুষের নিত্য চাহিদা অফিস আদালত, কলকারখানা ইত্যাদি আধুনিকীকরণ হচ্ছে এবং দাফতরিত কাজকর্ম বৃদ্ধির সাথে সাথে বাণিজ্যিক শিক্ষার গুরুত্ব বহুগুণ পরিবর্তন হয়েছে এবং বৃদ্ধি পেয়েছে। বাণিজ্যিক শিক্ষার মধ্যে বেশ কয়েকটি বিভাগ রয়েছে। ১. কম্পিউটার এ্যাপলিকেশন বিভাগ, ২. সেক্রেটারিয়াল সায়েন্স বিভাগ, ৩. হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ ৪. ব্যাংকিং এবং ৫. ইন্টারপ্রিনিয়রশিপ। বাণিজ্যিক শিক্ষার উপরোক্ত বিভাগগুলো সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ, পদস্থ, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী এমনকি নিম্নমানের কর্মচারীসহ অশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের প্রতিটি দাফতরিক কাজের নিত্যসাথী বাণিজ্যিক শিক্ষা ব্যবস্থা। পারিবারিক পর্যায়েও বাণিজ্যিক শিক্ষা সুষ্ঠু প্রয়োগ না করতে পারলে সুন্দরভাবে পরিবার পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

সকল শিক্ষা ব্যবস্থার চেয়ে বাণিজ্যিক শিক্ষার চাহিদা বেশি। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের উদ্যোগে ৮টি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় একটি সার্ভে রিপোর্টে বলা হয়েছে বাংলাদেশের সরকারী-বেসরকারী মোট কর্মসংস্থানের শতকরা ৩৯.২ ভাগ কর্মসংস্থান বাণিজ্যিক শিক্ষার উপরোক্ত ৫টি বিভাগের মধ্যে রয়েছে। রিপোর্ট ছাড়াও আমরা নিজ নিজ কর্মস্থলের দিকে তাকালেই বুঝতে পারি— এই শিক্ষায় কতজন কাজ করছে। যাঁরা উর্ধতন কর্মকর্তা বা নির্বাহী তাঁরাও এই কাজটিই করছেন। তাঁরা হয়ত এই শিক্ষায় শিক্ষিত নন কিন্তু দিন দিন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সুন্দর স্ব স্ব কাজ পরিচালনা করছেন।

ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই প্রতিটি শহর বন্দরে সরকারী/বেসরকারী উদ্যোগে বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। ১৯৬৫ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার পশ্চিম পাকিস্তানে ৪০টি এবং পূর্ব পাকিস্তানে ১৬টি বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমেরিকান সরকারের সহযোগিতায় চালু করে। এই ১৬টি প্রতিষ্ঠান পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের কারিগরি শিক্ষার পাশাপাশি চালু করা হয়। পরবর্তীতে এই ১৬টি বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আলাদাভাবে কার্যক্রম শুরু করে।

বর্তমানেও দেশে শত শত বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত হয়ে আসছে। তাদের নির্ধারিত কোন পাঠ্যক্রম নেই— প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকও নেই। উপযুক্ত যন্ত্রপাতি না থাকার কারণে দক্ষ জনশক্তি যে পর্যায়ে গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা তা বিঘ্নিত হওয়ার প্রেক্ষিতে নট্রামস ক্রমান্বয়ে বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়ে কাজ করছে। বর্তমানে নট্রামসের গবেষণা লব্ধ প্রকাশনাগুলো এই বাণিজ্যিক শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে আশাতীত অবদান রাখছে। বাণিজ্যিক শিক্ষার প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যপকতা ও আধুনিকীকরণের জন্য দেশীয় চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্য বই-এর অভাব, দক্ষ শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাব, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সময় মেরামতের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত টেকনিশিয়ানের অভাব, সিলেবাস আধুনিকীকরণের অভাব ইত্যাদি। নট্রামস স্থাপিত হওয়ার পর থেকে উক্ত অভাবগুলো পূরণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা সবই পেশাভিত্তিক শিক্ষা। কিন্তু বাণিজ্যিক শিক্ষা কোন পেশাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা নয়। বাণিজ্যিক শিক্ষা সকল পেশাভিত্তিক শিক্ষার প্রধান পরিচালিকা শিক্ষা ব্যবস্থা। সুতরাং এই শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসার ঘটানো সকলের নৈতিক দায়িত্ব।

সমাপ্ত

মোঃ আব্দুল মান্নান সরকার